গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০১০.১৬-

তারিখঃ ০৮/০৩/২০১৮

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, মোছাঃ মারজিয়া হাসান (স্বামী-মোঃ জাহিদ হাসান, রাস্তা নং/নাম: চকসূত্রাপুর, ডাকঘর:বগুড়া ৫৮০০, বগুড়া সদর, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া) বগুড়া পৌরসভার ২নং সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, মোছাঃ মারজিয়া হাসান (রুমকি) সহ ১০ জন এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামী করে বগুড়া সদর থানায় মামলা নম্বর ১৩০ তারিখ ২৯/০৭/২০১৭ (জিআর ৮২৪/১৭), ধারা-৩৪২/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৫৪/৩৮৪/৫০০/৫০৬/১০৯/১১৪(পেনাল কোড) দায়ের করা হয়; এবং

যেহেতু, বর্ণিত মামলার অভিযোগপত্র-১০৮৭ এ উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী বাদীনি মোছা: মুন্নি (স্বামী: মো: ইয়াকুব আলী সোহাগ, সাং-শান্তা, থানা-কাহালু, জেলা:বগুড়া) এর মেয়ে মোছা: সোনালী আক্তার-কে গত ১৭/০৭/২০১৭ তারিখ আনুমানিক সকাল ৮:৩০ ঘটিকায় ১নং আসামী মো: তুফান সরকার ধর্ষণ করে। ঘটনা জানাজানি হলে গত ২৮/০৭/২০১৭ তারিখ দুপুর ০২:৪৫ ঘটিকায় আসামী মোছাঃ মারজিয়া হাসান (রুমকি)এর হুকুমে এজাহারে বর্ণিত সকল আসামীদের যোগসাজশে বাদীনি ও তার মেয়ে (ভিকটিম)-কে অপহরণ করে আসামী কাউন্সিলর মোছাঃ মারজিয়া হাসান (রুমকি) এর বাড়িতে নিয়ে যায়। মোছাঃ মারজিয়া হাসান (রুমকি) ও অন্যান্য আসামীরা ভিকটিমের মাথার চুল প্রথমে কাচি দিয়ে কেটে দেয় এবং পরে স্থানীয় নাপিত নিয়ে এসে একবারে ন্যাড়া করে দেয়। আসামীরা বাদীনি ও তার মেয়ে (ভিকটিম)-কে মারপিট করে জখম করে। ১নং আসামী মো: তুফান সরকার কর্তৃক ভিকটিম-কে ধর্ষণ এবং বাদীনি ও তার মেয়ে (ভিকটিম)-কে তাদের নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করত: আসামী মোছাঃ মারজিয়া হাসান (রুমকি) এর বাড়িতে নিয়ে আটক করে মারপিট, যৌনপীড়ন ও চুল কেটে দিয়ে মানহানিকর ঘটনা মামলার তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে;

যেহেতু, বর্ণিত মামলায় তদন্ত শেষে প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে বগুড়া সদর থানায় মামলা নম্বর ১৩০ তারিখ ২৯/০৭/২০১৭ (জিআর ৮২৪/১৭) এর অভিযোগপত্র নং ১০৮৭, তারিখ ০৯/১০/২০১৭ বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২, বগুড়া কর্তৃক গত ২০/১২/২০১৭ তারিখে গৃহিত হয়েছে এবং তিনি জেল হাজতে আটক আছেন মর্মে জেলা প্রশাসক, বগুড়া কর্তৃক প্রেরিত পত্রে উল্লেখ রয়েছে;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক "....যে ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র বা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।"

যেহেতু, আসামী মোছাঃ মারজিয়া হাসান (রুমকি) কর্তৃক কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হলে পৌরসভায় কর্মরত কমকর্তা ও কর্মচারী এবং পৌরসভার সেবা গ্রহণকারী সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রভাবিত হওয়ার যৌক্তিক আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর কর্তৃক কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনসেবায় নিয়োজিত থাকা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায় তাঁকে কাউন্সিলর এর পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

সেহেতু, বগুড়া পৌরসভার ২নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোছাঃ মারজিয়া হাসান-কে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

(মো: আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০১০.১৬-২১৬/২(৭)

তারিখঃ ০৮/০৩/২০১৮

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১. জেলা প্রশাসক, বগুড়া ।
২. পরিচালক, সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বগুড়া ।
৫. মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।
৬. জনাব মোছাঃ মারজিয়া হাসান (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), ২নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।
৭. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

০৮/০৩/১৮
(মো: আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব